بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৬/২৯ | শুক্রবার, ২৯ জুমাদিউস সানি, ১৪৩৯ হিজরী | ১৬/০৩/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সিরিয়ার ঘৌতায় ইসলামবিদ্বেষী রাশিয়া এবং মার্কিন দালাল জল্লাদ বাশার আল-আসাদ কর্তৃক সংঘটিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, আজ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে, এবং সমাবেশ হতে সিরিয়ার মুসলিমদের মুক্ত করতে অবিলম্বে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণের দাবি জানানো হয়

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, আজ (১৬/০৩/২০১৮) বাদ জুমু'আ চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে সিরিয়ার ঘৌতায় কুফর রাশিয়া এবং মার্কিন দালাল জল্লাদ বাশার আল-আসাদ কর্তৃক সংঘটিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। বক্তাগণ সিরিয়াব্যাপী বিশেষত: পূর্ব ঘৌতায় চলমান নৃশংসতার বিভীষিকাময় চিত্র ধরে বলেন, হে মুসলিমগণ, আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন কিভাবে পূর্ব ঘৌতায় অবরুদ্ধ নারী ও শিশুদেরকে বৃষ্টির মত ব্যারেল বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে, যেই বর্বরতা হতে রেহাই পায়নি মসজিদ, হাসপাতাল এমনকি বাচ্চাদের স্কুলগুলো। আরও প্রত্যক্ষ করেছেন কাফনে মোড়ানো অগণিত অবুঝ শিশুর লাশ এবং স্পিন্টারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শিশুদের গলাকাটা মুরগির ন্যায় ছটফট করা যন্ত্রনা, চিকিৎসা ও খাবার সংকট, যা সহ্য করতে না পেরে শোকার্ত মা আল্লাহ্'র নিকট ফরিয়াদ করছেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে যাও, জান্নাতে সে অন্ততঃ খাবার পাবে"। আলেপ্পোর চরমাহত সেই অবুঝ শিশুর ফরিয়াদ শুনে এমন কোন হৃদয় নেই যা দংশিত হয়নি, যে তার মৃত্যুশয্যায় বলেছিল, "যারা আমাকে এভাবে যন্ত্রণা দিল আমি তাদের নামে আল্লাহ্'র নিকট নালিশ করব"! এমন কোন হৃদয় নেই যা আবেগ আপ্লুত হয়ে বাশার আল-আসাদ এবং তাকে সহায়তাকারী কিংবা নীরবতা পালনকারী মুসলিম বিশ্বের শাসকদের উপর লানত বর্ষণ করেনি।

বক্তাগণ বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"আল-শামের উপর রহমত বর্ষিত হোক, আল-শামের উপর রহমত বর্ষিত হোক, আল-শামের উপর রহমত বর্ষিত হোক"**, সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন কেন এবং উত্তরে তিনি বললেন: **"দয়াময় রহমানের ফেরেশতাগণ এটির উপর নিজেদের ডানা বিস্তার করে রেখেছেন।"** [সুনান তিরমিযি]। তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন: **"নিশ্চয়ই ঈমানদারদের আবাসস্থলের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে আল-শাম।"** [আহ্‌মেদ]। অথচ সেই আশ-শাম তথা সিরিয়া আজ মুসলিম শাসকদের নীরবতার কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম কবরস্থানে পরিণত হয়েছে, লাশের পাহাড় গড়িয়ে নেমে আসা রক্তের স্রোতের দায়কে তারা কোনভাবেই উপেক্ষা করতে পারেন না। হে দালাল শাসকবৃন্দ, এগুলো মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের লাশ - এরা ইসলামের শহীদ! ধিক্কার তোমাদের নীরবতার উপর... কোথায় মুসলিম সেনাবাহিনী! আশ-শামের বিপ্লবে তাদের সমর্থন কোথায়? জল্লাদ বাশারের ক্ষমতার মসনদকে কাঁপিয়ে তুলতে কেন তারা জেগে উঠছে না? তারা কি অবগত নয় যে, একদা তাওয়াফরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'বাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, **"...কতোই না তোমার সম্মান, কতোই না তোমার মর্যাদা! কিন্তু যেই সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ্'র নিকট একজন ঈমানদারের রক্ত ও সম্পদ তোমার মর্যাদার তুলনায় অনেক বেশী!"** [ইবনে মাজাহ্]

হে মুসলিমগণ, ঘৌতার নৃশংসতা নিয়ে আমেরিকা এবং জাতিসংঘের মায়াকান্না দ্বারা প্রতারিত হবেন না। আমেরিকা তার ভাবমূর্তিকে রক্ষায় বাশারের এই বর্বরতাকে রাশিয়া ও ইরানের সাথে সংযুক্ত করছে যাতে মধ্যপ্রাচ্যের উপর তার কৌশলগত নিয়ন্ত্রন হাতছাড়া না হয়। কিন্তু, মুসলিমরা অন্ধ নয় বরং তারা ভালো করেই জানে বাশার ও তার সহযোগীদের পিছনের মদদদাতা কারা। মুলতঃ মার্কিনীদের সবুজ সংকেত পেয়েই বাশার খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সিরিয়ার জনগণের ইসলামী জাগরণকে ব্যর্থ করে পশ্চিমা দুর্বৃত্ত জীবনাদর্শ তথা "ধর্মনিরপেক্ষ সিরিয়া" বজায় রাখতে মুসলিমদের উপর ইতিহাসের এমন বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে।

হে মুসলিমগণ, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান শাসকবৃন্দের কাছে আর বিন্দুমাত্রও আশা অবশিষ্ট নাই, যেখানে আমেরুল মু'মিনিন হিসেবে খলিফা উমর বর্তমান সিরিয়াকে জয় করতে আবু ওবায়দা (রা.) এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মত শ্রেষ্ঠ কমান্ডারদের সেনাঅভিযানে পাঠিয়েছেন, অন্যদিকে বর্তমানে মার্কিন দালাল বিশ্বাসঘাতক এরদোগানের মত শাসকেরা "অপারেশন ইউফ্রেটিসের" ছদ্দাবরণে বিদ্রোহীদের সরিয়ে নিয়ে আলেপ্পোকে বাশারের হাতে তুলে দিয়েছে। এবং এখন "অপারেশন অলিভ-ব্রাঞ্চের" ছদ্দাবরণে ইদলিব ও ঘৌতাকে তুলে দিচ্ছে। তাই আমাদের প্রয়োজন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রা.)-এর মত শাসক, যাদের নেতৃত্বে খিলাফতে রাশেদাহ্ বিশ্বের সকল মুসলিমের জন্য বিশেষতঃ ঘৌতার মুসলিমদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে, এবং ইসলামীবিদ্বেষী রাশিয়া ও কাফির পশ্চিমাদের এমন উপযুক্ত জবাব দিবেন যাতে তারা কখনও মুসলিম উম্মাহ্'র দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস না পায়। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, **"নিশ্চয়ই ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে"**। [সহীহ্ মুসলিম]

হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ! ঘৌতার শোকার্ত মা আর ক্ষতবিক্ষত শিশুদের কান্নার রোল আপনাদের দৃষ্টি ও শ্রবন সীমার বাইরে সংঘটিত হচ্ছেনা। ভুলে যাবেন না, মুসলিমরা তাদের সম্পদ দ্বারা এই সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে এবং আপনাদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, যদি আপনারা মুসলিমদের রক্ত ও সম্মানকে রক্ষার দায়িত্ব পালন না করেন তবে এই বাহিনীর কিসের জন্য? যে উপার্জন দিয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানদের ভরণ-পোষন করাচ্ছেন তা কি "হালাল" হবে যদি আপনারা অসহায় মুসলিম সন্তানদের সাহায্যের আর্তনাদে সাড়া না দেন? সুতরাং, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের নামে "আমেরিকা ও পশ্চিমাদের ভাড়াটে সৈনিক" উপাধীর মতো অপমানজনক অর্জন আর নয়, নিশ্চয়ই তা দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য অপমানের। সুতরাং, আমরা আপনাদের নিকট আহ্বান জানাই, অবিলম্বে পশ্চিমা কাফিরদের দালাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করুন এবং খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন, যাতে খিলাফত রাষ্ট্রের খলিফার নেতৃত্বে জল্লাদ বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রথম সারিতে অবস্থান নিয়ে দুনিয়ায় সম্মান ও আখিরাতে পুরষ্কার অর্জন করতে সক্ষম হন।

"এবং যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" [আল-আনফাল ঃ ৭২]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ